বিআরটিসি সমাচার

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

Bangladesh Road Transport Corporation

১০ম সংখ্যা

এপ্রিল-জুন ২০২৩ (ত্রৈমাসিক)

প্রকাশকাল : জুলাই ২০২৩

পর্যটন সেবায় বিআরটিসি

টাইগারপাস - ডিসি পার্ক (ফৌজদারহাট)- পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত

সূচিপত্রঃ

- কারিগরী বিভাগে বিআরটিসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি
- বিআরটিসি'র পরিচালনা পর্ষদের ২৯৫তম সভা
- পর্যটক বাস সার্ভিস সেবায় বিআরটিসি
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার
- শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণকারীদের অভিব্যক্তি
- কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য বিশেষ সম্মানী প্রদান
- বাস ও ট্রাক সংক্রান্ত তথ্য
- আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য
- বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
- সিপিএফ, ছুটি নগদায়ন ও গ্র্যাচুইটি খাতে পরিশোধিত অর্থের বিবরণী
- এপ্রিল/২৩ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত এস্টেট হতে প্রাপ্ত আয়
- বকেয়া সংক্রান্ত তথ্য
- আলোকচিত্রে বিআরটিসি
- বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় বিআরটিসি

প্রচার ও প্রকাশনায়:

১. **জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান**
মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও পার্সোনেল)

২. **জনাব হিটলার বল**
জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিআরটিসি

যোগাযোগ:

ফোন নম্বর : ০২-৪১০৫১ ৩৩৭
০২-৪১০৫১ ৩৪৮

মোবাইল : ০১৮২৬-৩০৩২৩৮
০১৯২১-২২৯০১৩

ই-মেইল:
chairman@brtc.gov.bd

ওয়েবসাইট:
www.brtc.gov.bd

বিআরটিসি ফেইসবুক:
https://www.facebook.com/BRTC11/

বিআরটিসি ভবন
২১ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা- ১০০০

কারিগরী বিভাগে বিআরটিসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি

"যদি থাকে একান্ত ইচ্ছে
বহু সমস্যা সমাধান করা যায় নিমিষেই"

বর্তমান চেয়ারম্যান যোগদানের সময় অর্থাৎ ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে বিআরটিসি সার্বিকভাবে তথা কারিগরি, প্রশিক্ষণ, স্থাপনাসহ সব সেক্টরেই ভঙ্গুর অবস্থা বিরাজমান ছিল। দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিআরটিসি শুধু লাভজনক প্রতিষ্ঠানই নয় সকল ক্ষেত্রেই সক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে। যার একটি প্রমাণ এই আর্টিকুলেটেড বাস।

বিআরটিসি'র আর্টিকুলেটেড পুরাতন বাস

২০১৩ সাল হতে বিআরটিসি বহরে আর্টিকুলেটেড বাস যুক্ত হয়। জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের সময় আর্টিকুলেটেড বাসের সংখ্যা ছিলো ৬টি। বর্তমানে তা ২৭টিতে উন্নীত হয়েছে। আরো ০৮টি আর্টিকুলেটেড বাস বহরে সংযুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চলমান বাসগুলো মেরামত করে সচল রাখা হলেও বাসের ক্ষতিগ্রস্ত Rubber Bellows মেরামত করা সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকি নতুন সংযোজনের ক্ষেত্রেও প্রতিটি বাসের Rubber Bellows এর মূল্য ৩৩,৪৮,০২৫/- টাকা হলেও বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে না। উদ্বোধ পরিস্থিতি সমাধানে কারিগরী সক্ষমতায় বিবেচনায় চেয়ারম্যান বিআরটিসি'র প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনায় পরিচালক (কারিগরি ও অপারেশন) কর্নেল মোঃ জাহিদ হোসেন সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা (আইসিডব্লিউএস) কর্তৃপক্ষকে Rubber Bellows নতুন করে প্রস্তুত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিচালক (কারিগরি ও অপারেশন)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আইসিডব্লিউএস-এর কারিগরী টিম একান্ত প্রচেষ্টায় স্বল্প সময়ে নতুন ভাবে একটি Rubber Bellows প্রস্তুত করে, যেটি প্রস্তুত করতে মাত্র ৪০,৬৯৯/- টাকা ব্যয় হয়। এটি বিআরটিসির কারিগরী বিভাগের সক্ষমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মেরামতের পর বিআরটিসি'র আর্টিকুলেটেড বাস

বিআরটিসি'র পরিচালনা পর্ষদের ২৯৫তম সভা

২২শে জুন ২০২৩ ইং বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিআরটিসি'র ২৯৫ তম পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্ষদ সভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার, যুগ্মসচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ ও পর্ষদ সভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বিআরটিসি। পর্ষদ সভার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব এস, এম, কামরুজ্জামান, পরিচালক (প্রশাসন), বিআরটিসি। সভার শুরুতেই চেয়ারম্যান সদ্য যোগদানকৃত পরিচালক ড. অনুপম সাহা এবং পদোন্নতি প্রাপ্ত জিএম জনাব ফাতেমা বেগম'কে উপস্থিত সকলের সামনে পরিচয় করিয়ে দেন। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিসি সেবাদানের পাশাপাশি লাভ করবে এবং লাভের ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকবে। প্রতিষ্ঠানটির টেকসই উন্নয়নকে ধরে রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পর্ষদ সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়-

১. বিআরটিসি'তে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান। ২. কল্যাণ তহবিলে প্রতিমাসে বেতন হতে কর্তনকৃত ১০০ টাকার পরিবর্তে ১৫০ টাকায় উন্নীত করণ। ৩. নগর পরিবহন ও মেট্রো রেলের যাত্রী পরিবহনে বিআরটিসি'র বাস পরিচালনা ও বিআরটি'র সাথে বিআরটিসি যৌথভাবে কাজ করা। ৪. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের গাড়িগুলো মেরামতের জন্য তাদের সাথে বিআরটিসি চুক্তি (MoU) করা। ৫. ট্যাক্স ফাইল নিয়মিত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ৬. বিআরটিসি'র অর্গানোগ্রাম এবং প্রবিধানমালা সংশোধন পূর্বক হালনাগাদ করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রনয়ন। ৮. বিআরটিসি'র আর্টিকুলেটেড বাসে স্বল্প ব্যয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রাবার ভ্যালুস প্রস্তুত। ৯. মোটর যান ড্রাইভিং ও গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ কোর্সে "কোর্স নির্দেশিকা" প্রণয়ন। ১০. মোটর ড্রাইভিং (হালকা ও ভারী) কোর্সের ফি বর্ধিতকরণ।

পর্যটক বাস সার্ভিস সেবায় বিআরটিসি

"পতেঙ্গা থেকে টাইগার পাস, শহরে চলবে পর্যটক বাস" এই শ্লোগানে চট্টগ্রামে পর্যটকদের জন্য চালু হলো বিআরটিসি'র বিশেষ বাস সার্ভিস। প্রাথমিকভাবে বিআরটিসি'র ০২টি দ্বিতল বাস বহরে যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ছাদ খোলা বাসও রয়েছে। ১০ই জুন ২০২৩ রোজ শনিবার এ সার্ভিসের শুভ উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব), বলেন "চট্টগ্রামে পর্যটন প্রেমী মানুষের কথা বিবেচনা করে আমরা জেলা প্রশাসকের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দুইটি বাস সরবরাহ করেছি। ভবিষ্যতে চাহিদার ভিত্তিতে আরো কয়েকটি বাস সরবরাহ করা হবে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার

❖ **প্রধান কার্যালয়ের ২য় গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড পর্যন্ত:**
ক) কর্নেল মোঃ জাহিদ হোসেন, পরিচালক (কারিগরি) ও অপারেশন।
খ) জনাব শুকদেব ঢালী, ডিজিএম (রক্ষণাবেক্ষণ)

❖ **আওতাধীন বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানদের মধ্য হতে**
জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, ইউনিট প্রধান, মতিঝিল বাস ডিপো।

❖ **প্রধান কার্যালয়ের ১০ম গ্রেড হতে ১৬তম গ্রেড পর্যন্ত:**
জনাব আলাল মিয়া, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর।

❖ **প্রধান কার্যালয়ের ১৭তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত:**
জনাব মোঃ হাতেম আলী, অফিস সহায়ক।

শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণকারীদের অভিব্যক্তি

কর্ণেল মোঃ জাহিদ হোসেন

পরিচালক (কারিগরি ও অপারেশন), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

আমি বিআরটিসি'র ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য প্রথমেই মহান আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া জানাই। আমাকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করায় শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান মহোদয়সহ শুদ্ধাচার কমিটির সকল সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আমি ডেপুটেশনে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)-এ যোগদান করার পরেই বুঝতে পারি এটি একটি চ্যালেঞ্জিং প্রতিষ্ঠান। অনেক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি সুদীর্ঘ ৩৪ বছরের কর্মময় জীবনে কঠোর পরিশ্রম, সততা, নিষ্ঠা, আনুগত্য এবং সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করেছি। আমি মনে করি দেশ আমাকে অনেক দিয়েছে, এখন আমার দেশকে দেওয়ার সময়। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে লক্ষ শহীদের জীবন উৎসর্গের মধ্যদিয়ে যে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়- আমি সেই দেশের নাগরিক। আমি দেশকে ভালোবাসি, যেভাবে মাকে ভালোবাসি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের

প্রতি, বীর শহীদদের প্রতি, মুক্তিযুদ্ধের অসম সাহসী নেতৃত্ব দানকারী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের কাছে আমার গভীর ঋণ এবং বিনম্র শ্রদ্ধা -এই অনুভূতি নিয়ে আমি কাজ করি। কোন পুরস্কার বা প্রশংসা প্রাপ্তির জন্য আমি কখনও কাজ করিনি। তদুপরি ভালো কাজের প্রশংসা ভবিষ্যতের জন্য প্রেরণা দেয় -এটা অনস্বীকার্য। এই শুদ্ধাচার পুরস্কার অবশ্যই আমাকে বিআরটিসি'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আরো দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শুকদেব ঢালী

ডিজিএম (অপারেশন), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

শিক্ষা জীবন থেকে চাকরি জীবনে খুব একটা পুরস্কার পাইনি। তাই পুরস্কার প্রাপ্তির কি অনুভূতি তা কোনদিন ভালো করে বুঝতে পারিনি। সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যাশা নিয়ে সরকার যে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তা শুনেছি এবং পেতেও দেখেছি। উক্ত পুরস্কার পেতে যে মূল্যায়নের বিষয় আছে তার সাথে প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার পাবো এ আশা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। শুদ্ধাচার বিচারে তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে এজন্য সত্যি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত ও আনন্দিত। পুরস্কারের প্রথম মূল্যায়নের বিষয় সততা ও নৈতিকতা। বিআরটিসি'তে চাকরি করে কখনো ভাবিনি সততা ও নৈতিক কারণে পুরস্কার পাওয়া যায়, তাও আবার ডিজিএম অপারেশন হিসেবে কাজ করে। এ জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ডিজিএম, অপারেশন হিসেবে কাজ করা আজ স্বার্থক হয়েছে। চেয়ারম্যান মহোদয় আশীর্বাদ করবেন, যেন পুরস্কারের সম্মান রাখতে পারি। আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

মো. মোশারফ হোসেন

ম্যানেজার (অপারেশন), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, মতিঝিল বাস ডিপো

আমি আবেগাপ্লুত, আমি আনন্দিত, আমি গর্বিত। আপনার মত একজন বিচক্ষণ দক্ষ চেয়ারম্যান মহোদয়ের অধীনে চাকরী করার সুযোগ পেয়েছি। মহোদয় আপনার নির্দেশনা মোতাবেক কাজের ফসল হিসেবে আমাকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০২১ অনুসরণ পূর্বক বিআরটিসি এর আওতাধীন বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানদের মধ্য হতে আমাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২০২৩ প্রদান করায় মহোদয়কে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মহোদয় আমাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করায় মতিঝিল আন্তর্জাতিক বাস ডিপোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই পুরস্কার প্রদানের ফলে আমার কাজের গতি পূর্বের চাইতে আরো বহু বৃদ্ধি পাবে। মহোদয় মূলত আপনার সঠিক দিকনির্দেশনার প্রতিফলন আজ বিআরটিসি'র মান উন্নয়ন হয়েছে। সারাদেশে বিআরটিসির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে স্বচ্ছ নিয়োগ এর মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির কারণে বিআরটিসি'র ভবিষ্যত আরো উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধশালী হবে। মহান আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। মহান আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থতার সাথে নেক হায়াত দান করুন। আমিন।

মো. আলাল মিয়া

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

একজন নবীন কর্মচারী হিসেবে জীবনে অনেক বড় অপ্রত্যাশিত পুরস্কার পেলাম। এ রকম একটি স্বীকৃতি ভবিষ্যতে আমাকে আরো উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করবে। সত্যি বলতে কি, স্যার আপনি যদি বিআরটিসি-তে চেয়ারম্যান হিসেবে না আসতেন এমন পুরস্কার তো দূরের কথা আমার সরকারি চাকরিই হতো না। তাই আপনার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আপনি বিআরটিসি'র বহু কল্যাণকর উদ্যোগের পথপ্রদর্শক, অনুপ্রেরণার এক জীবন্ত সত্তা। এই মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা করে সকলেই আপনার জন্য দোয়া করে। বিআরটিসি পরিবার আপনার অবদান আজীবন মনে রাখবে। আপনার শারীরিক সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

মো. হাতেম আলী
কন্ডাক্টর, ক্রয় বিভাগ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

চাকরী জীবনে এরকম পুরস্কার পাবো কোনদিনও কল্পনা করিনি। আগে পুরস্কারতো দূরের কথা ঠিকমতো বেতনই পাইনি। বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয় আসার পর অনেক ভালো কাজ করেছেন। এরকম কাজ আগে কখনই দেখা যায়নি। আমি একবার চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে চোখের চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে চিকিৎসার জন্য ৩০,০০০/- টাকা দিয়েছিলেন। পূর্বে কখনই এরকম টাকা পাইনি। পুরস্কার পাওয়ার পর আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। এখন পুরস্কার পাবার পর আমার কাজের প্রতি দায়িত্ব আরও বেড়ে গেলো। মহান আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য বিশেষ সম্মানী প্রদান

প্রধান কার্যালয়সহ সকল ডিপো/ইউনিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্য থেকে কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য আইসিডব্লিএস এর ০২জন, সিডব্লিউএস এর ০১জন, প্রশাসন বিভাগের ০১জন, কারিগরি বিভাগের ০৬ জন, অপারেশন বিভাগের ০১জন ও অডিট বিভাগের ০১জনসহ মোট ১২জন এবং কঠোর শ্রমসাধ্য কাজের জন্য আইসিডব্লিএস এর ২৮জন, সিডব্লিউএস এর ১৯ জন, প্রশাসন বিভাগের ১৩জন, কারিগরি বিভাগের ০৮ জন, অপারেশন বিভাগের ০৬জন, হিসাব বিভাগের ০৯ জন, অডিট বিভাগের ০১জন, প্ল্যানিং বিভাগের ০২জন, নির্মাণ বিভাগের ০২জনসহ মোট ৮৮ জনসহ সর্বমোট ১০২ জনকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের "ঙ" এর নির্দেশনা মোতাবেক ১০,০০০/- টাকা করে সর্বমোট ১০,২০,০০০/- টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়।

বাস ও ট্রাক সংক্রান্ত তথ্য

বাসের তথ্যঃ

মাসের নাম	মোট বাসের সংখ্যা	সচল গাড়ীর সংখ্যা		ভারী মেরামতাধীন বাসের সংখ্যা
		নিজস্ব	দীর্ঘ মেয়াদী লীজ	
এপ্রিল/২০২৩	১৩৫০	১২০৩	৩৯	১০৮
মে/২০২৩	১৩৫০	১২০৬	৩৯	১০৫
জুন/২০২৩	১৩৫০	১২১৪	৩৯	৯৭

ট্রাকের তথ্যঃ

মাসের নাম	মোট ট্রাকের সংখ্যা	সচল ট্রাকের সংখ্যা	অযোগ্য ঘোষণার জন্য বিইআর (প্রস্তাবিত ট্রাকের সংখ্যা)	ভারী মেরামতাধীন ট্রাকের সংখ্যা
এপ্রিল/২০২৩	৫৮৫	৫০৫	৭৯	০১
মে/২০২৩	৫৮৫	৫০৪	৭৯	০২
জুন/২০২৩	৫৮৫	৫০০	৭৯	০৬

আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

বাসের আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণীঃ (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	এপ্রিল/২২	এপ্রিল/২৩	মে/২২	মে/২৩	জুন/২২	জুন/২৩
আয়	২,৮৬১.৪৫	৩,৩১৬.১৪	২,৭৭৯.০৫	৩,৪৯৩.৩৩	২,৭৮৩.৩৮	৩,৪৭২.০৪
ব্যয়	২,৬৫০.৯৯	৩,২২৪.৪৫	২,৫৮৪.৮২	৩,২৭০.৮০	২,৫৮১.৮৩	৩,২৬৮.৩৫
অপারেটিং লাভ/ক্ষতি	**২১০.৪৬**	**৯১.৬৯**	**১৯৪.২৩**	**২২২.৫৩**	**২০১.৫৫**	**২০৩.৬৯**

ট্রাকের আয়-ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণীঃ (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	এপ্রিল/২২	এপ্রিল/২৩	মে/২২	মে/২৩	জুন/২২	জুন/২৩
আয়	১,২০৫.০৮	১,২৬৮.০২	১,১৮১.৫৩	১,০৪৬.৪২	১,৩৩৬.০৭	১,১৬৭.০৬
ব্যয়	১,০৩৩.৭৬	১,১২৩.৫৫	১,০৪৭.৪৬	৯৬৭.৬২	১,১৫৭.৯৭	১,০৪০.৫৮
অপারেটিং লাভ/ক্ষতি	**১৭১.৩২**	**১৪৪.৪৭**	**১৩৪.০৭**	**৭৮.৮০**	**১৭৮.১০**	**১২৬.৪৮**

বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

নতুন ইলেকট্রিক বাসের জন্য চার্জিং স্টেশন সংক্রান্ত বিষয়ে সময় টিভিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাক্ষাৎকার

বিআরটিসি বাসের 'ঈদ স্পেশাল সার্ভিস' এর বিষয়ে বিটিভি'তে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাক্ষাৎকার

বিআরটিসি'র সিএনজি চালিত বাস সংক্রান্ত বিষয়ে একাত্তর টিভিতে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাক্ষাৎকার

বিআরটিসি বাসে নারীদের নিরাপত্তা বিষয়ে এটিএন নিউজে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি'র সাক্ষাৎকার

সিপিএফ, ছুটি নগদায়ন ও গ্র্যাচুইটি খাতে পরিশোধিত অর্থের বিবরণী

ক্রম.	বিবরণ	এপ্রিল/২০২৩		মে/২০২৩		জুন/২০২৩	
		অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরর সংখ্যা	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরর সংখ্যা	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরর সংখ্যা	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ
১	সিপিএফ	০২	৩,৫০,০০০.০০	০২	৩,০০,০০০.০০	১১৭	১,২৯,৮৫,৪৬১.২৬
২	ছুটি নগদায়ন	-	-	-	-	০৪	১২,৯৯,৪২৩.৪৪
৩	গ্র্যাচুইটি	১৫	৮,৫০,০০০.০০	০৩	৩,৫০,০০০.০০	২২২	২,৬০,৮০,৬০৮.০০
	সর্বমোট	**১৭**	**১২,০০,০০০.০০**	**০৫**	**৬,৫০,০০০.০০**	**৩৪৩**	**৪,০৩,৬৫,৪৯২.৭০**

এপ্রিল/২৩ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত এস্টেট হতে প্রাপ্ত আয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	বিবরণ	এপ্রিল/২০২৩	মে/২০২৩	জুন/২০২৩	মোট
১	স্থাপনা ভাড়া	৯১.৭৯	৭৩.৩২	১১৬.৪৪	**২৮১.৫৫**

বকেয়া সংক্রান্ত তথ্য

তারিখ	কোটি টাকা
০৭/০২/২০২১	১০১.২০
৩০/০৬/২০২৩	৪০.৯৫

বিঃ দ্রঃ বিগত ২.৫ বছরে বিভিন্ন খাতে ৬০.২৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

আলোকচিত্রে বিআরটিসি

বিআরটিসি পর্যটক বাস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিআরটিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব)

ফিতা কেটে বিআরটিসি পর্যটক বাস উদ্বোধন করছেন সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের সম্মানিত সচিব ও বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান

বিআরটিসি'তে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব নীলিমা আখতার

বিআরটিসি নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো পরিদর্শন করেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার

বিআরটিসি'র প্রথম চেয়ারম্যান পদক গ্রহণ করছেন মোঃ মিজানুর রহমান, কারিগর -সি, জেনারেল, চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপো

কারিগরদের কর্মদক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ পরবর্তী সমাপনী পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিআরটিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম

আলোকচিত্রে বিআরটিসি

বিআরটিসি চট্টগ্রাম বাস ডিপো পরিদর্শনকালে বিআরটিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব) ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানান উক্ত ডিপোর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

বিআরটিসি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ চেয়ারম্যান মহোদয়কে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে ঈদ পরবর্তী শুভেচ্ছা জানান

নারী দিবস উপলক্ষে 'স্মরণিকা ও তথ্যপঞ্জি ২০২৩'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন বিআরটিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান

নারী দিবস-২০২৩ উপলক্ষে বিআরটিসি'তে কর্মরত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

ডিজিএম থেকে জিএম পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত জনাব ফাতেমা বেগম বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান

কোরিয়ান প্রতিনিধি বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

আলোকচিত্রে বিআরটিসি

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুকূলে কঠোর আকস্মিক, কঠোর পরিশ্রম বা কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য সম্মানী প্রদান বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখছেন বিআরটিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান

কুমিল্লা বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে শুদ্ধাচার বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর পাড়ে চট্টগ্রাম বাস ডিপোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

বগুড়া বাস ডিপো পরিদর্শনকালে জনাব এস, এম, কামরুজ্জামান, পরিচালক (প্রশাসন) বৃক্ষরোপণ করেন

যাত্রাবাড়ী বাস ডিপো পরিদর্শনকালে মেজর মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, জেনারেল ম্যানেজার (প্রশিক্ষণ ও অপারেশন) উক্ত ডিপোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন

কেক কেটে মহান 'মে দিবস-২০২৩' উদযাপন করেন চট্টগ্রাম ট্রাক ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

আলোকচিত্রে বিআরটিসি

খুলনা বাস ডিপো পরিদর্শনকালে ডিপোর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, জিএম (হিসাব)'কে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানান

বিআরটিসি'র ২৯৫তম পর্ষদ সভায় বিআরটিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান, পর্ষদ সদস্যবৃন্দ ও বিআরটিসি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বরিশাল বাস ডিপোতে অগ্নি নির্বাপন কৌশল বিষয়ে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন ম্যানেজার (অপাঃ) ও দমকল কর্মী

বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয়ের কর্মচারী জনাব মোঃ হোসেন এর চাকরি হতে অবসর গ্রহণকালে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

বিআরটিসি'তে ক্যাশিয়ার পদে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ

বিআরটিসি'তে নিরাপত্তারক্ষী পদে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ

বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় বিআরটিসি

দৈনিক জনকণ্ঠ

প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ
The Daily Janakantha
11-Jun, 2023 Page No: 10

চট্টগ্রাম : সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে ছাদখোলা পর্যটক বাস -জনকণ্ঠ

চট্টগ্রামে ছাদখোলা পর্যটক বাসের যাত্রা শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণকারীদের জন্য বিশেষ বাস সার্ভিস থাকলেও চট্টগ্রামে এমন সুযোগ ছিল না। তাই সমুদ্র, পাহাড়, নদীঘেরা চট্টগ্রামের সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভ্রমণপিপাসুদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে শনিবার থেকে চালু হলো পর্যটক বাস। দেশের পর্যটনে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের বাস্তবায়ন চলমান। এবার চট্টগ্রামে পর্যটকদের জন্য এ বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। আর এ সার্ভিসেই মিলছে সহজেই নগরী থেকে সমুদ্র সৈকত দর্শনের সুযোগ। নদী, সমুদ্র এবং পাহাড়ঘেরা চট্টগ্রামের সৌন্দর্য দেখতে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভ্রমণপিয়াসীরা আসেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও অবসর মিললে ছুটে যান শহরের আশেপাশে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে। তাদের জন্যই বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) সহযোগিতায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন শনিবার থেকে টাইগার পাস-ডিসি পার্ক (ফৌজদারহাট)-পতেঙ্গা রুটে দুটি ডাবল ডেকার বাস পরিচালনা শুরু করেছে। দুটি বাসের মধ্যে একটির ছাদ খোলা। তাই বাড়তি মাত্রায় উদ্বেলিত চট্টগ্রামের বাসিন্দারা। এ উদ্যোগ নৈসর্গিক চট্টগ্রামের পর্যটন বিকশিত ও অভ্যন্তরীণ পর্যটনে ব্যাপক সম্ভাবনার দুয়ার খুলবে। সকালে সার্কিট হাউসে বাস সার্ভিসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবিএম আমিন উল্লাহ নুরী বলেন, ভ্রমণকারীদের চাহিদা বাড়লে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম জানান, আমরা আপাতত ডাবল ডেকার বাস দেব। চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান জানান, আমরা বাসগুলোতে ওয়াইফাই চালু করেছি। জিপিএস ও সিসি ক্যামেরা লাগানো হবে। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন সূত্রে বাস সার্ভিসের সিডিউলও সাজানো হয়েছে পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী। যেহেতু সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পতেঙ্গায় পর্যটকদের ঢল থাকে তাই প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা, বিকেল ৩টা ও ৪টায় বাস সার্ভিস চালু থাকবে। আর প্রতি শনিবার সকাল সাড়ে ৯টা ও সাড়ে ১০টা, বিকেল ৩টা ও ৪টায়। রবি থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা ও ৪টায় টাইগার পাস থেকে পতেঙ্গার উদ্দেশে বাস ছাড়বে। পতেঙ্গা থেকে ফিরতি ট্রিপে শুক্রবার দুপুর ১২টা, সন্ধ্যা ৭টা ও রাত ৮টায়; শনিবার বেলা ১টা ও ২টা, সন্ধ্যা ৭টা ও ৮টায়; রবি থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা ও ৮টায় বাস ছাড়বে।

প্রধানমন্ত্রীর উপহার

বাস ভাড়া ॥ পর্যটক বাসে নগরীর টাইগার পাস থেকে ফৌজদারহাট ডিসি পার্ক ভাড়া ৪০ টাকা, আর ডিসি পার্ক হতে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০ টাকা। অপরদিকে নগরীর টাইগার পাস থেকে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত ৭০ টাকা এবং একইভাবে ফিরতি পথে পতেঙ্গা হতে ডিসি পার্ক ৩০ টাকা, ডিসি পার্ক হতে টাইগার পাস ৪০ টাকা, পতেঙ্গা সৈকত থেকে টাইগারপাস ৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঢাকা টাইমস

www.dhakatimes24.com
কঠিনের সহজ প্রকাশ
মঙ্গলবার, ০৯ মে ২০২৩, ২৬ বৈশাখ ১৪৩০

চেয়ারম্যানের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় গতি ফিরেছে বিআরটিসিতে

ঢাকা টাইমস ডেস্ক

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের (বিআরটিসি) চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলামের নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় এগিয়ে যাচ্ছে বিআরটিসি।

এরই ধারাবাহিকতায় চেয়ারম্যান বিআরটিসির প্রতিষ্ঠানের সমক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বৃত্তি চালুসহ আরও অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং ইতোমধ্যে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নও করেছেন। সরকারি কর্মচারীরা ৩ বছর অন্তর অন্তর ১৫ দিনের শ্রান্তি বিনোদন ছুটিসহ ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ভাতা হিসেবে পেয়ে থাকেন। সরকার কর্তৃক ১৯৯৯ সালে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা মঞ্জুরী করা হলেও বিআরটিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুদীর্ঘ ২৪ বছরে কখনোই শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদান করা হয়নি। বর্তমান চেয়ারম্যান যোগদানের পর থেকে বিআরটিসির বাস-ট্রাক পরিচালনা, দক্ষ চালক প্রশিক্ষণসহ সার্বিক কর্মকাণ্ডে গতির সঞ্চার হয়ে অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি মাসের তারিখে নিয়মিত বেতন-ভাতা প্রদান নিশ্চিত করাসহ দায়িত্বশীল আচরণ ও কাজের প্রতি উৎসাহ যোগাতে বিআরটিসির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকেও একজন সরকারী কর্মচারীর ন্যায় শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয় এবং ডিপো/ইউনিটের প্রথম ধাপে মোট ৩৭৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা বাবদ প্রায় ৬০ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্য অবশিষ্ট সকল কর্মচারীদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভাতা প্রদান করা হবে। কর্পোরেশনের প্রায় ২৬০০ কর্মচারীকে ৪.৫০টাকা প্রদানে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের সময়ে কর্মচারীদের কল্যাণার্থে ইহা একটি অনন্য অর্জন।

বাংলাদেশ বুলেটিন

গণমানুষের দৈনিক
মঙ্গলবার • ১১ এপ্রিল ২০২৩ • ২৮ চৈত্র ১৪২৯ • ২০ রমজান ১৪৪৪

কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য বিআরটিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মানী প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য সম্মানী প্রদান করলো বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি)।

গতকাল সোমবার বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয়ের সভা কক্ষে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে কঠোর শ্রমসাধ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা করে সম্মানী প্রদান করা হয়। বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব মো. তাজুল ইসলাম অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা, সাহসী ভূমিকা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিআরটিসি'কে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে এসেছেন। তিনি বিআরটিসি'তে যোগদানের পর শ্রান্তি বিনোদন, শিক্ষা বৃত্তি চালু এরকম আরও অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় এই পবিত্র মাহে রমজান মাসে প্রথম বারের মত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে আকস্মিক কঠোর শ্রমসাধ্য বা কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য সম্মানী প্রদান করা হয়।

এতে প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ আরও সুন্দর হবে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন বিআরটিসি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তার।

উল্লেখ্য, বর্তমান চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম দায়িত্ব গ্রহনের পর ইতিমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সিপি ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ছুটি নগদায়ন বাবদ মোট ৪১,৪৪,৭৭,৯৬৭.৪৬ টাকা এবং পূর্বের বকেয়া বেতন বাবদ ১২,৩৭,৪০,৬৯৭.০০ পরিশোধ করা হয়েছে।

আমাদের সময়

এগিয়ে যাচ্ছে বিআরটিসি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) চেয়ারম্যানের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুদুরপ্রসারী চিন্তা ও দিকনির্দেশনায় এগিয়ে যাচ্ছে বিআরটিসি। এরই ধারাবাহিকতায় চেয়ারম্যান মহোদয় বিআরটিসির প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বৃত্তি চালুসহ আরও অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং ইতোমধ্যে বর্ণিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নও করেছেন। সরকারি কর্মচারীরা ৩ বছর অন্তর অন্তর ১৫ দিনের শ্রান্তি বিনোদন ছুটিসহ ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ভাতা হিসেবে পেয়ে থাকেন। সরকার কর্তৃক ১৯৯৯ সালে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা মঞ্জুরি করা হলেও বিআরটিসির কর্মকর্তা-

আলোকিত বাংলাদেশ

উন্নয়নের মুখপাত্র

বিআরটিসি'র ২৯৫ তম পর্ষদ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিআরটিসি'র ২৯৫ তম পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্ষদ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রশাসন অনুবিভাগের যুগ্ম সচিব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআরটিসি চেয়ারম্যান মো. তাজুল ইসলাম। পর্ষদ সভার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসএম কামরুজ্জামান, পরিচালক (প্রশাসন), বিআরটিসি। সভার শুরুতেই চেয়ারম্যান সদ্য যোগদানকৃত পরিচালক ড. অনুপম সাহা এবং পদোন্নতি প্রাপ্ত জিএম ফাতেমা বেগমকে উপস্থিত সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দেন। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিসি সেবাদানের পাশাপাশি লাভ করবে এবং লাভের ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকবে। প্রতিষ্ঠানটির টেকসই উন্নয়নকে ধরে রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পর্ষদ সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়- বিআরটিসি'তে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান। কল্যাণ তহবিলে প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তনকৃত ১০০ টাকার পরিবর্তে ১৫০ টাকায় উন্নীতকরণ। নগর পরিবহন ও মেট্রো রেলের যাত্রী পরিবহনে বিআরটিসি'র বাস পরিচালনা ও বিআরটি'র সাথে বিআরটিসি যৌথভাবে কাজ করা। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের গাড়িগুলো মেরামতের জন্য তাদের সাথে বিআরটিসি চুক্তি হয়। ট্যাক্স ফাইল নিয়মিত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বিআরটিসি'র অর্গানোগ্রাম এবং প্রবিধানমালা সংশোধন-পূর্বক হালনাগাদ করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন। বিআরটিসি'র আর্টিকুলেটেড বাসে স্বল্প ব্যয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রাবার ভ্যালুস প্রস্তুত। মোটরযান ড্রাইভিং ও গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ কোর্সে 'কোর্স নির্দেশিকা' প্রণয়ন। মোটর ড্রাইভিং (হালকা ও ভারি) কোর্সের ফি বর্ধিতকরণ। সভায় পর্ষদ সভার সভাপতি বলেন, আমরা স্বচ্ছতা ও সক্ষমতায় বিশ্বাসী। স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও সক্ষমতা টেকসই করার লক্ষ্যে বিআরটিসি'র সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পর্ষদের মাধ্যমে সম্পাদন করতে চাই।

বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় বিআরটিসি

দৈনিক বাংলা

রবিবার, ৭ মে, ২০২৩

ছবি: নাইমা ইসলাম

দৈনিক বাংলা

লাল বাসের মায়া

মারুফ হোসেন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। সবুজের সমারোহ আর প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্য এ ক্যাম্পাসকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। সবুজের এ ক্যাম্পাসে যখন লাল বাসের আসা-যাওয়া শুরু হয় তখন ক্যাম্পাস যেন লাল-সবুজে মিশে যায়। কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ রুটে চলে বাসগুলো। প্রতিদিন সকালে শিক্ষার্থীদের বহন করে নিয়ে যায় ক্যাম্পাসে। আবার ক্যাম্পাস থেকে পৌঁছে দেয় যার যার গন্তব্যে। ক্যাম্পাসের লাল বাসগুলো দেখে অনেকে হারিয়ে যান স্মৃতির অ্যালবামে। আবার কেউ কেউ অনুপ্রেরণা পান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হয়ে এই বাসগুলোতে নিজের জন্য একটি আসন দখল করতে।

কুষ্টিয়া কিংবা ঝিনাইদহ শহর থেকে বাস ছাড়ার আগে আগে শিক্ষার্থীরা মোড়ে মোড়ে যখন বাসের জন্য অপেক্ষা করেন, তখন যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছোটখাটো একটা মিলনমেলা হয়ে যায়। আবার ক্যাম্পাস থেকে বাস ছাড়ার আগে আগে অনেকেই গিয়ে ব্যাগ, ছোট বই কিংবা সিটপাতি দিয়ে বাসে সিট ধরে থাকেন। অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী অনিল মো. মোমিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে লালবাস অন্য রকম এক আবেগ ও ভালোবাসার নাম। এই বাসে তৈরি হয় অনেক গল্প। হয় বন্ধুত্ব-প্রেম। বন্ধুরা মিলে দলবেঁধে আড্ডা, গলা ছেড়ে গান আর নানান খুনসুটিতে জার্নি হয় প্রাণবন্ত। লালবাসে প্রতিটি পদক্ষেপ স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের পরিশ্রম আর সফলতা-সংগ্রামের গল্পও। যেতে যেতে এই বাসে নতুন স্বপ্নরা ডানাও মেলে। সড়কজুড়ে যখন
মাথা
উঁচু করে
সাই সাই করে
ছুটে চলে তখন
নিজের ভেতর এক
বিশেষ অনুভূতি কাজ করে।
দ্বিতল ডাবল ডেকারের ওপর থেকে যেন দেশের প্রতিচ্ছবি দেখি! দেখতে পাই প্রকৃতি, নাগরিক জীবন আর আমাদের গন্তব্য। মোটা আমাদের অনুপ্রাণিত করে ভালো কিছু করার। দেশ, দেশের মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার অনুভূতিও জাগিয়ে দেয়।

এ বাসে বসেই অনেকে গিটারে সুর তোলেন। কেউবা গলা ছেড়ে গান ধরেন। অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে সুর মেলান। বাদাম মুখে দিয়ে গল্পগুজবে মেতে ওঠেন অনেকে। সারা দিনে ক্লান্ত শরীর নিয়ে মেসে বা বাসায় ফিরতিপথে বাসের সিটেই ঘুমিয়ে যান কেউ কেউ। আবার অনেককে দেখা যায় চাকরি-বাকরির বই নিয়ে সিটে চোখ বুলাতে। বাসের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে শ্বাস নেন অনেকে। এ সময় রাস্তার পাশের সবুজযেত মনকে করে প্রশান্ত। তবে মাঝেমধ্যে ধুলোময়লা বাধা হয়ে দাঁড়ায় জানালা খুলে শুদ্ধ বাতাস গ্রহণের ক্ষেত্রে।

এ লাল বাসে প্রতিদিন কতশত স্মৃতি জমা হয়। বন্ধুদের রঙিন মুহূর্তগুলোর সাক্ষী হয়ে ছুটে চলে রঙিন বাসগুলো। শিক্ষা শেষে সবাইকে ক্যাম্পাস ছেড়ে পাড়ি জমাতে হয় নতুন নতুন গন্তব্য। কিন্তু বাসগুলো থেকেই যায় এই সবুজ চত্বরে বহু দিন।

সেমিস্টার পরীক্ষার ভাইভা শেষে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন জায়গায় ছবি নেয়ার ধারাবাহিকতায় অনেকে ছুটে যান লাল বাসে। বাসের সামনে, দরজায় কিংবা দোতলায় দাঁড়িয়ে নতুন নতুন পোজে ছবি তোলেন। আসলে, লাল বাসের মায়া ভোলা দায়। রাস্তায় লাল বাসগুলো মানুষের মনে তৈরি করে শিহরণ। শুধু কী শিক্ষার্থী, অনেক অভিভাবকের মনে স্বপ্নের বীজ বুনে দেয় এ লাল বাসগুলো। আমার সন্তানও একদিন এই লাল বাসে করে ক্যাম্পাস যাবে। জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করবে আমার সন্তান, এমন অনেক স্বপ্ন। সত্যি কথা বলতে হাজারও অনুপ্রেরণার আতুড়ঘর এই লাল বাস।

'আমি ইবিয়ান' কিংবা 'আমি গর্বিত ইবিয়ান' এমন কত কথাই না জায়গা পায় ইবিয়ানদের টি-শার্টে। আর এগুলোর সঙ্গে যদি একটা লাল বাসের ছবি আঁকা থাকে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। আসলে এ ক্যাম্পাসের বাসগুলো শিক্ষার্থীদের পরিচয় তুলে ধরে যে, এরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী মো. তাজুল ইসলাম বলেন, ইবির লাল বাস শুধু একটি বাস নয়। এটি ভালোবাসা, আবেগ ও সম্প্রীতির প্রতীক। বন্ধুদের সঙ্গে গান-আড্ডায় মেতে ওঠা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ঘণ্টা যেন মিনিটে রূপ নেয়। এটি ইবির অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচায়ক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গড়ে তোলে একটি পরিবার।

সমাবর্তন, পুনর্মিলনীতে কিংবা অন্যান্য কারণে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটে ক্যাম্পাসে। এ সময় লাল বাসগুলোই যেন তাদের স্মৃতির দিনগুলো ফিরে পেতে সাঁকো হয়ে সামনে উপস্থিত হয়। এ বাসেই তো চলত তাদের কতশত আড্ডা-গান কিংবা বাদাম খাওয়ার রঙিন মুহূর্তগুলো। লাল বাসের স্মৃতি তাদের আলিঙ্গন করে। লাল বাসের স্মৃতিচারণা করে ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের প্রভাষক বিপ্লাল হোসেন বলেন, লাল বাস প্রত্যেকটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে একটি স্বপ্নের নাম, একটি আইকনের নাম। তেমনিভাবে আমাদের ক্যাম্পাসের লাল বাসগুলো আমার কাছে সব সময় আইকনিক মনে হতো। যখন বাসে চড়তাম তখন অসম্ভব রকমের ভালো লাগা কাজ করত। নিজেকে একটু অন্যরকম মনে হতো!